ALL INDIA RADIO, SILCHAR

****

EVENING BULLETIN : BENGALI

Date: - 03-07-2024

Time: 19:45-19:55 Hrs

১। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সংসদের উভয় সভায় প্রদত্ত ভাষণের ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব সম্পর্কে আজ রাজ্যসভায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় ভারতীয় সংবিধান শুধুমাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদের সমষ্টি নয় বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য ।

২। আসামে শুরু হতে যাওয়া সেমি কনডাক্টর প্রকল্প উত্তরপূর্বাঞ্চলে বৃহৎ নিয়োগ সৃষ্টি করবে বলে প্রধানমন্ত্রীর আশা প্রকাশ ।

৩। আসামে আগামীকাল থেকে সম্পূর্ণতা অভিযান শুরু।

এবং

৪।রাজ্যের ২৮ টি জেলার ২ হাজারের ও বেশী গ্রাম বন্যার কবলে ।১১ লক্ষ ৩৪ হাজারের ও বেশী লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ।বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৯ ।

৫। বরাক উপত্যাকার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ।

ভারতীয় সংবিধান শুধুমাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদের সমষ্টি নয়, বরং তা অমূল্য এবং এর শব্দসমূহ সরকারের জন্য অতিশয় মূল্যবান । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের উভয় সভায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দেওয়া ভাষণের ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব সম্পর্কে রাজ্যসভায় হওয়া আলোচনার উত্তরে একথা বলেন । প্রধানমন্ত্রী সরকারকে পথ প্রদর্শন করা সংবিধানকে একটি লাইট হাউস বলেও অভিহিত করেছেন ।

বাবাসাহেবব ভীমরাও আম্বেদকরের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন যে- দেশের সংবিধান সাম্প্রতিককালে ৭৫ বছর পূর্ণ করার পথে অগ্রসর হচ্ছে । নিজের বক্তব্যে শ্রী মোদী সম্প্রতি জনসাধারণের কাছে উৎসবে পরিণত হওয়া সংবিধান দিবস উদযাপনের বিরোধিতা করা লোকেদের সমালোচনা করেন । তিনি বলেন যে- এন ডি এ সরকার তার তৃতীয় কার্যকালে দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে । এই লক্ষ্য পূরণের পথে সরকার সবধরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন । এরজন্যে কল্যাণমূলক প্রকল্প সমূহকে সরকার অগ্রাধিকার দেবে বলে জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন যে- তৃতীয় কার্যকালে দেশকে বিশ্বের তৃতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর । দেশের জনসাধারণ পরবর্তী পাঁচ পছরে সরকারী পরিবহণ ব্যবস্থায় সুদূর প্রসারী পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন । তিনি বলেন যে- প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান যোজনার আওতায় দশ কোটিরও বেশি কৃষক উপকৃত হয়েছেন এবং বিগত ছ'টি বছরের ভেতরে কৃষকদের মধ্যে তিন লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে । কোভিড মহামারীর ফলে সৃষ্টি হওয়া প্রত্যাহ্বানের পরও ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্বের পঞ্চম স্থানে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছে বলে শ্রী মোদী উল্লেখ করেন ।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য চলাকালীন কংগ্রেস, ডি এম কে, টি এম সি, আম আদমি পার্টি এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা সভায় হৈ-হট্টগোলের সৃষ্টি করায় রাজ্যসভার সভাপতি জগদীপ ধনকড় তাদের নিজ নিজ আসনে ফিরে যাবার আহ্বান জানান । এরপর বিরোধীরা সভা ত্যাগ করেন । বিরোধীদের সভা ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীরা তাদের নিজেদের

উত্থাপন করা প্রশ্নের উত্তর শোনার সাহস নেই বলে মত প্রকাশ করে বিরোধীদের এই কাজকে রাজ্যসভার প্রতি অবজ্ঞা বলে অভিহিত করেন ।

এর আগে আজ সকালে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হওয়ার পর ইউ পি পি এল দলের সাংসদ রণগৌরা নার্জারি এ্যাক্ট-ইস্ট পলিসির জন্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানান । তিনি বলেন যে- সরকারের এই নীতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনবে । মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আসাম ব্যাপক হারে উন্নয়নের মুখ দেখছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন ।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী আজ আসামে আরম্ভ হতে যাওয়া সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পের বিষয়টি রাজ্যসভায় উত্থাপন করেছেন । তিনি বলেন যে- এর দ্বারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বৃহৎ সংখ্যায় কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে । এই উচ্চাকাঙ্খামূলক প্রকল্পের রূপায়ণের ফলে আসামে উন্নত প্রযুক্তির পথে উৎপাদন অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবে বলেও প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন । তিনি একইসঙ্গে মণিপুরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করে বর্তমানে ঐ রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে বলে প্রকাশ করেন । তিনি আরো বলেন যে- কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মণিপুর সফর করে সমগ্র পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়েছেন এবং এই অনুযায়ী বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন ।

কেন্দ্রীয় সরকারের গত পয়লা জুলাই থেকে আরম্ভ করা সম্পূর্ণতা অভিযান আসামে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ।রাজ্যের উচ্চাকাঙ্খী জেলা এবং উন্নয়নখন্ড সমুহের দ্রুত সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে আগামীকাল থৈকে এই সম্পূর্ণতা অভিযান আরম্ভ করা হচ্ছে ।এই অভিযান আগামী ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে ।নীতি আয়োগের অধীনে আরম্ভ করা এই অভিযানে নির্বাচিত জেলা এবং উন্নয়নখন্ডের নির্দিষ্ট সূচাংক পর্যন্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকর্মের পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফলের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হবে ।সম্পূর্ণতা অভিযানের অধীনে উচ্চাকাঙ্খী জেলা এবং উন্নয়ন খন্ড সমুহের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য

প্রান্তের উন্নয়নের ব্যবধান দূর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ।এই অভিযানে প্রসুতির সংখ্যা , সংহত শিশু বিকাশ সেবার অধীনে প্রসুতির পরিপূরক খাদ্য সরবরাহের হার , মাটি স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে মাটির নমুনা সংগ্রহের হার প্রতিটি উন্নয়নখন্ডে মধুমেহ এবং উচ্চরক্তচাপ জনিত রোগী সনাক্ত করা ইত্যাদি কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ।এই সম্পূর্ণতা অভিযানে কাছাড় জেলার লক্ষীপুর , হাইলাকান্দি জেলার দক্ষিণ হাইলাকান্দি , ডিমা হাসাও জেলার গিয়াং , দিয়ুংব্রা ,জাটিঙ্গা এবং নতুন সংবর সহ রাজ্যের ১৩ টি জেলা তথা ২০ টি উন্নয়নখন্ডকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে ।

রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল রূপ ধারণ করছে ।রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জারি করা তথ্য অনুযায়ি মোট ২৮ টি জেলা বন্যার কবলে পরেছে ।এই জেলা সমুহের ২ হাজার ২০৮ টি গ্রামের ১১ লক্ষ ৩৪ হাজারেরও বেশী লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । রাজ্যের ৪২ হাজার হেক্টর কৃষিজমি বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে ।সরকার এবং জেলা প্রশাসনগুলোর স্থাপন করা ১৩০ টি আশ্রয় শিবিরে ১৮ হাজার ৪৫৯ জন বন্যাক্রান্ত লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ।সরকারী তথ্য অনুযায়ি চলতি বছরের বন্যায় রাজ্যে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে ।এদিকে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্বশর্মা আজ কামরূপ জেলার গড়ল ভট্টাপারা ও বাণীচাপরির বন্যা কবলিত অঞ্চল পরিদর্শন করে বন্যা দূর্গত লোকেদের খোজ খবর নেন এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন ।বন্যাক্রান্ত লোকরা যাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ,চিকিৎসা সেবা পর্যাপ্ত পরিমানে লাভ করতে পারেন তার জন্য তিনি জেলা আয়ুক্তকে নির্দেশ দেন ।মন্ত্রী কেশব মহন্ত কলিয়াবর মহকুমার জখলাবন্ধার কাছে একটি বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি তদারক করতে কলিয়াবরে রয়েছেন ।মন্ত্রী বন্যা কবলিত লোকেদের সাহায্য এবং উদ্ধার অভিযান তীব্র করে তুলতে মহকুমা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন ।ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগ গুয়াহাটী ও উত্তর গুয়াহাটীর মধ্যে যাত্রী ফেরী সেবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাতিল করেছে ।এছাড়া পবিতরা অভায়ারন্য , কাজিরাঙ্গা জাতীয়

উদ্যানের বেশ কিছু অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়েছে ।উল্লেখ্য আসাম সহ পার্শ্ববর্তি রাজ্য অরুণাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ব্রহ্মপুত্র সহ অন্যান্য নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ।মণিপুরেও ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে আকষ্মিক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে মণিপুর সরকার সরকারী প্রতিষ্ঠান সমুহে আজ ছুটি ঘোষণা করেছেন এবং রাজ্যটির স্কুলগুলি আগামীকালও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে ।

এই মরশুমের তৃতীয় দফার বন্যায় বরাক উপত্যকার তিনজেলার বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । বিগত কয়েকদিনের অবিরাম বর্ষণে বরাক সহ কাছাড় জেলার বেশকয়েকটি উপনদী বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । শিলচর সহ সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন স্থান জলমগ্ন হয়েছে । গতরাত থেকে তারাপুরের নিউ কলোনি, কালীবাড়ীচর সহ অন্নপূর্ণাঘাটের সংলগ্ন এলাকায় জল ঢুকে পড়েছে । এর পরিপ্রেক্ষিতে বানভাসি লোকেরা পুনরায় শিলচরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন । এদিকে জাটিঙ্গা ও হারাং নদীতে দ্রুতগতিতে জল বাড়ায় বড়খলা ও উত্তর কাটিগড়ার বেশ কিছু অঞ্চল জলমগ্ন হয়েছে । পাহাড়ি এই দুটি নদীতে জল বাড়ায় এর সংলগ্ন নীচু এলাকাগুলি প্লাবিত হয়েছে । বেরেঙ্গা, বেথুকান্দি, শিববাড়ী বাঁধ ইত্যাদি বন্যাপ্রবণ এলাকা নিয়ে পুনরায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে । তবে কোনো স্থান থেকে এখনো কোনোধরণের দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি ।

করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরের কান্দিগ্রাম অঞ্চলের বাঁধ বরাক নদীর জলে প্লাবিত করার ফলে জগন্নাথপুর, কান্দিগ্রাম সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ।

এদিকে হাইলাকান্দি জেলার বন্যা পরিস্থিতি আজ জটিল হয়ে পড়েছে বলে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন । জেলার প্রধান নদী বরাক সহ দুটি উপনদী- ধলেশ্বরী ও কাটাখালের জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । হাইলাকান্দি জেলার জলসম্পদ বিভাগ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, আজ সন্ধ্যা ছ'টায় ধলেশ্বরীর জলস্তর ঘাড়মুড়ায় ৩১ দশমিক নয় মিটারের রেকর্ড ছুঁয়েছে । এখানে নদীর বিপদসূচক চিহ্ন- ২৮ দশমিক শূন্য পাঁচ মিটার ।

অন্যদিকে কাটাখাল নদীর জলস্তর আজ সন্ধ্যা ছ'টায় ছিল ২২ দশমিক পাঁচ মিটার । এখানে নদীর বিপদসীমা হচ্ছে- ২০ দশমিক দুই- সাত মিটার ।

এছাড়া হাইলাকান্দি জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে বলেও জলসম্পদ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে পূর্ব হাইলাকান্দির বহু গ্রাম প্লাবিত হয়েছে । পূর্ব হাইলাকান্দির সামারিকোণা থেকে কালাছড়া যাওয়ার পথ জলমগ্ন থাকায় ঐ সড়কে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অন্যদিকে হাইলাকান্দি বিধানসভার অর্ন্তগত বাশডহর-প্রথম খন্ড গ্রামে কাটাখাল নদীর বাঁধ ভাঙার ফলে বেশকিছু বাড়িঘর প্লাবিত হয়েছে বলে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন । এছাড়া উত্তর হাইলাকান্দির মোহনপুর, কাটলীছড়ার রংপুর ইতাদি এলাকায় বন্যার জল ঢুকে পড়েছে । পাঁচগ্রামের সিঙ্কিং জোনে বরাক নদীর জল প্রবেশ করতে শুরু করেছে বলেও আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন । বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে শালচাপড়ার ৫৩ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে জেলা প্রশাসন নির্দেশ দিয়েছেন ।

কেন্দ্রীয় জল আয়োগ সূত্রে জানানো হয়েছে যে আজ সন্ধ্যা ছটায় মাটিজুড়িতে কাটাখাল নদী বিপদ সীমার তিন মিটার ২৩ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে । এখানে জল বাড়ছে । এদিকে করিমগঞ্জে কুশিয়ারা নদী বিপদসীমার এক মিটার ২৮ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে । এখানে জল স্থিতাবস্থায় রয়েছে ।

এদিকে সন্ধ্যা সাতটায় শিলচর অন্নপূর্নঘাটে বরাক নদী বিপদসীমার ৮৩ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে । এখানে জল ঘন্টায় চার সেন্টিমিটার করে বাড়ছে ।